যায়যায়দিন

5 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীদের আগমনে পরিণত হয় এক মিলনমেলায়। নেতাকর্মীদের মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ। সংগঠনের সাবেক নেতারা হল বা ক্যাম্পাস দখলের রাজনীতি পরিহার করে ইস্যুভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শনিবার রাত ১২টা ১ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ২০ পাউন্ড ওজনের কেক কাটার মাধ্যমে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন হলে আনন্দ মিছিল বের করে। রাতভর আনন্দে মেতে ওঠে তারা। গতকাল সকাল ৯টায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মূল আকর্ষণ শোভাযাত্রা বের হয় দুপুর ১টায়। শোভাযাত্রার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের সামনে ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান শীর্ষ নেতাকর্মীদের জন্য স্টেজ তৈরি করা হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু করা হয়। পরে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। তবে এক পর্যায়ে শোভাযাত্রা শুরুর আগেই মূল স্টেজ ভেঙে পড়ে। এ সময় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও বর্তমান এমপি নজরুল ইসলাম বাবু আহত হন। এছাড়া কিছু সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মী ব্যথা পান।

ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, অন্তর দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মন জয় করতে হবে। হল বা ক্যাম্পাস দখলের রাজনীতি পরিহার করতে হবে। এ সময় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আ খ ম জাহাঙ্গীর, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রহমান, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, যুবলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির নানক, সুলতান মুহাম্মদ মনসুর, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, ইকবালুর রহিম, বাহাদুর মজনুন চুন্নু, মাইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, বাহাদুর ব্যাপারী, অজয় কর খোকন, লিয়াকত শিকদার, অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম সরোয়ার কবির, রাসেদুল মাহমুদ রাসেল, হাসানুজ্জামান লিটন, এমদাদ হাওলাদার, জসিমউদ্দিন, ইকবাল মাহমুদ বাবলু, রিপন পোদ্দার, মিজানুর রহমান, আশরাফুর রহমান, নাসিম আর মোমিন রূপক, আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল, আবু আব্বাস ভূইয়া, মহিদুল ইসলাম ঢালি, মাজমুল হোসেন জনি, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীরা বিশাল শোভাযাত্রা বের করেন। শোভাযাত্রাটি শাহবাগ হয়ে মৎস্য ভবন ও কাকরাইল হয়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয়, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ, উত্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, বাঙলা কলেজ, মিরপুর, কাফরুল, টঙ্গী, উত্তরা, লালবাগ, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি থানার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন পর গতকাল নবনির্বাচিত এমপি ও নব্বই দশকের ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা মধুর ক্যান্টিনে বসেছিলেন বর্তমান ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে। রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান ছাত্রলীগ নেতাদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। ছাত্র রাজনীতির হেডকোয়ার্টার বলে পরিচিত মধুর ক্যান্টিনে সাবেক ও বর্তমান ছাত্রনেতাদের আড্ডা পরিণত হয়েছিল নবীন ও প্রবীণের মিলনমেলায়।

এদিকে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু ভবনের সামনে জাসদ ছাত্রলীগ (ত-সা) কার্যালয়ে নেতাকর্মীরা জমায়েত হন।